২১-০৯-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা —তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একে অপরকে বাবার স্মরণে থাকার ইশারা দিয়ে, সাবধান করে উন্নতির দিকে এগিয়ে উন্নতি লাভ করতে থাকো ।"

প্রশ্ন :- বাবার মতো নলেজফুল হতে ইচ্ছুক বাচ্চাদের মুখ্য ধারণাগুলি কি? বলো ।

উত্তর :- তারা সদাই হাস্যোজ্বল থাকে। কখনো কোনো কথায় তাদের কান্না আসবে না । যা কিছুই হোক না কেন তাদের কাছে তা নতুন কিছু নয় । এই ভাবে যে এখন নলেজফুল(জ্ঞানযুক্ত) হয় অর্থাৎ 'রোদন-প্রুফ' হয়ে যায় । কখনো কোনো পরিস্থিতিতে অশান্ত হয়ে ওঠে না । তাদেরই স্বর্গের ঐশ্বর্য বাদশাহী লাভ হয় । যে কাঁদে সে হারায়, রোদনকারী নিজের পদ খুইয়ে ফেলে ।

গীত:- তোমায় পেয়ে সারা বিশ্বকে পেয়ে গেছি.. আকাশ মাটি সব আমার হয়ে গেছে ....

ওম শান্তি । মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা নিজেদের গাওয়া গান শুনলে । বাচ্চারা তোমরা নিজেরা জানো যে তোমরা বেহদের বাবার কাছে বসে আছো, তো তোমরা বাচ্চারা বলো যে বাবা আপনার থেকে যে এই বিশ্বের বাদশাহী ঐশ্বর্য পেয়েছিলাম তা আবার করে প্রাপ্ত করছি । সত্যযুগে তো এই গান গাইবে না । এই গান তো সঙ্গমযুগে তোমরা গাইবে । ঘরে বসে, অথবা নিজের কর্মস্থলে কাজ করতে করতে, তোমরা বুঝতে পারছো যে, তোমরা বেহদের বাবার থেকে বেহদের বর্সা(অধিকার) আবার লাভ করছো । সেন্টার থেকেও সচেতন করে দেওয়া হয় যে, বাবাকে স্মরণ করো । এখন বিশ্বের মালিক তৈরি হচ্ছো । এটা স্মরণে রাখবে । কোনো নতুন কথা নয় আমরা কল্প কল্প ধরে বাবার থেকে বিশ্বের বাদশাহী ঐশ্বর্য নিয়ে আসছি। নতুন কেউ শুনলে ভাববে যে এনাকে (ব্রহ্মাকে) শিববাবা বলা হয় । কিন্তু উনি হলেন নিরাকার আত্মাদের বাবা । আত্মা নিরাকার তো পরমাত্মা বাবাও নিরাকার । আত্মাকে নিরাকার ততক্ষণ বলা হবে যতক্ষণ না সে সাকার রূপ ধারণ করেছে । তাহলে বাচ্চারা এখন তোমরা জেনে গেছো যে এই জ্ঞান বাবার থেকেই প্রাপ্ত করেছো । আত্মিক(রুহানি) শিক্ষক শিক্ষা দিচ্ছেন, একে অপরকে সাবধান করার জন্য। প্রথমে এই রুহানি(আত্মিক) সাবধানতার শিক্ষা দেয়া হয় । তোমরা সব বেহদের(পারলৌকিক) বাবার স্মরণে থাকো । আর সংকেত বার্তা দিতে থাকো - - - বাবার স্মরণে থাকো আর অন্য কোথাও বুদ্ধি যেন না যায় । এই জন্যই বলা হয়-- আত্ম-অভিমানী ভবঃ । আর বাবার স্মরণে থাকো । উনি হলেন পতিত পাবন বাবা । এখন উনি সামনে এসে বলছেন, "আমাকে স্মরণ করো" কত সহজ পন্থা-- মনমনাভব শব্দটাও রয়েছে । কিন্তু কেউ বুঝতে চাইলে তো! স্মরণের যাত্রা একজনই শেখান, তিনি হলেন একমাত্র বাবা । তোমরা তো জানো যে এখন আমরা রুহানি (আত্মিক) যাত্রা পথে আছি । আর একটা হল দৈহিক যাত্রা । এখন আমরা দৈহিক যাত্রী নই । আমরা হলাম আধ্যাত্মিক (রুহানী) যাত্রী । এই রকম স্মরণের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা বিকর্মজীত হয়ে যাবে । বিকর্মজীত হওয়ার আর এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই । এক হয় বিকর্মাজীত সম্বত(বর্ষ), দ্বিতীয় হল বিক্রম সম্বত (বর্ষ) । তারপর বিকর্ম শুরু হয় । যেই রাবণ রাজ্য শুরু হয়, তখনই বিকার শুরু হয় । এখন তোমরা বিকর্মাজীত হওয়ার পুরুষার্থ করছো। ওখানে (স্বর্গে)

কোনো বিকর্ম হয় না, কারণ ওখানে রাবণ নেই । দুনিয়ায় এটা কেউ জানে না । তোমরা বাবার দ্বারা সব কিছু জেনেছো । বাবাকে জ্ঞানময় বলা হয় । সেইজন্য তিনি বাচ্চাদের জ্ঞান দান করেন, তাই না । গড ফাদার নামও তো আছে । নাম, রুপের থেকে আলাদা নয় ।ওনার পুজো করা হয়, ওনার নাম শিব । উনি পতিত পাবন, জ্ঞানের সাগর । আত্মা স্মরণ করে, সেই পরমপিতা পরমাত্মা বাবাকে । আত্মা বাবার মহিমা বর্ণনা করে । উনি হলেন সুখ শান্তির সাগর । নিশ্চয়ই বাবা বর্সা(অধিকার) দেবেন বাচ্চাদের, যারা তাঁর নাম স্মরণ করে, তাদেরকে তাঁর স্মৃতিতে রাখেন।একমাত্র শিববাবাই আছেন যাঁকে ভজন ও পূজন করা হয়। নিশ্চয়ই উনি শারীরিক ভাবে কর্তব্য করেন তাই ওনার স্মরণে গান হয় । উনি সর্বকালীন পবিত্র ও খাঁটি । বাবা কখনো পূজারী হন না, তিনি তো সর্বদাই পূজ্য । বাবা বলেন, "আমি কখনো পূজারী হই না । আমি তো পূজ্য, পূজারীগণ আমাকে পূজা করে । সত্যযুগে তো আমার পূজো করো না" । ভক্তি মার্গে পতিত পাবন বাবাকে স্মরণ করে থাকো । প্রথম প্রথম তো অব্যাভিচারী ভক্তি প্রত্যেকের হয়ে থাকে, তারপর আবার ব্যভিচারী ভক্তি হয়ে যায় । ব্রহ্মা সরস্বতীকেও শিববাবা বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন । ভক্তির কত বিস্তার রয়েছে । বীজের কোনো বিস্তার নেই ।

বাবা বলছেন-- আমাকে স্মরণ করো, আর আমার বর্সাকে(অধিকার) স্মরণ করো । যেমন বৃক্ষের বিস্তার হয় তেমনই ভক্তিরও অনেক বিস্তার হয়ে থাকে । জ্ঞান হল বীজ । যখন তুমি এই জ্ঞান অর্জন করো তখন তুমি সদগতি প্রাপ্ত করো । তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না । জ্ঞান আর ভক্তি রয়েছে ।

সত্য আর ত্রেতাযুগে ভক্তির বৃক্ষ হয় না । অর্ধকল্প ধরে এই ভক্তি বৃক্ষের বৃদ্ধি হতে থাকে । সব ধর্মের নিজস্ব রীতি, রেওয়াজ আছে । ভক্তি তো কত বড় হয় । জ্ঞান তো সবার জন্য একই হয় — কেবল-- "মনমনাভব"। একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো ।বাবাকে স্মরণ করলে পরে বর্সা (অধিকার) নিশ্চয়ই স্মরণে আসবে । সম্পদের তো বিস্তার হতেই থাকে ।সে সব হল লৌকিক(হদের) সম্পদ । আর এখানে তোমাদের আলৌকিক(বেহদের) সম্পত্তির কথা স্মরণে আসে। বেহদের বাবা এসে বেহদের বর্সা(অধিকার) ভারতবাসীদের দেন । ওনার স্মরণ এখানেই করা হয় । এইসব তো নাটকের মধ্যে অনাদিকাল থেকে লিপিবদ্ধ রয়েছে । যেমন ভগবান হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ, সর্বোচ্চ । তেমনই ভারতভূমিও হল উচ্চ থেকে উচ্চ, সর্বোচ্চ । যেখানে বাবা এসে পুরো দুনিয়ার সদগতি করে দেন । তাই এটা একটা বড় তীর্থস্থান হয়েছে, তাই না । আমরা বলি, হে গড ফাদার আমাদের ঘরে নিয়ে চলুন । ভারতকে সবাই ভালোবাসে । বাবাও ভারতে আসেন। এখন তোমরা পরিশ্রম করছো । গোপী - বল্লভ এর গোপ - গোপী হলে তোমরা । সত্যযুগে গোপ- গোপীর কোনো অস্তিত্ব নেই । ওখানে সব রাজকার্য নিয়ম অনুযায়ীই চলে(Systematically) । কৃষ্ণের কোনো দৈবী ক্রিয়াকলাপ নেই । দৈবী ক্রিয়াকলাপ তো কেবল বাবারই আছে । বাবার দৈবী ক্রিয়াকলাপ কত বিশাল । সমগ্র পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র বানান। এটা কত চতুরতার সাথে করেন । এই সময় মানুষ মাত্রই অজামিলের মতো পাপী । মানুষ ভাবে যে, সাধু সন্ন্যাসীরা হলেন শ্রেষ্ঠাচারী । বাবা বলেন যে, আমাকে এদেরকেও আমাকে উদ্ধার করতে হবে । তোমরা যেমন অভিনেতা তেমনই বাবাও তো অভিনয় করেন । তোমরা ৮৪ জন্মগ্রহণ করে অভিনয় করছো । উনি হলেন জগৎস্রষ্টা, পরিচালক, এবং মুখ্য অভিনেতা, করণকরাবনহার । উনি কি করেন? পতিতদের পবিত্র বানান । বাবা বলছেন যে, তোমরা আমায় ডাকছো, বাবা এসো,

আমাদের পবিত্র করো । আমিও এই চরিত্রে বাঁধা রয়েছি । এটা কেউ বলতে পারবে না, এই সব কেন হয়েছে? কখন হল ? এটা তো অনাদি কাল থেকে রচিত নাটক । এর আদি – মধ্য – অন্ত নেই, প্রলয় হয় না । আত্মা অবিনাশী, কখনো এর বিনাশ হতে পারে না । এর পার্টও অবিনাশী হয়ে থাকে । এটা তো বেহদের (আলৌকিক) ড্রামা । সংক্ষেপে(in a nutshell) বাবা বসে বসে আমাদের বোঝাচ্ছেন। এই নাটকে অভিনয় কেমন করে চলছে । তবে এমন নয় যে, পরমাত্মা বলে তিনি মরা মানুষকে জীবিত করে দেবেন । এই অন্ধশ্রদ্ধার, রিদ্ধি-সিদ্ধির(তন্ত্রমন্ত্র, Occult power), কোনো ব্যাপার নেই । আমাকে তো ডাকাই হয় এই বলে যে, হে পতিত পাবন এসো । এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানাও । আমি তো সেই ডাক শুনে অবশ্যই আসি । গীতা হল সর্বশাস্ত্রের শিরোমণি । ভগবান নিজে গীতা জ্ঞান শুনিয়েছেন । আচ্ছা, সহজ রাজযোগ কবে শিখিয়েছেন? এটাও তোমরা জানো । বাবা তো আসেন কল্পের সঙ্গমযুগে । তারপর এসে পবিত্র দুনিয়ায় নতুন রাজধানী স্থাপন করেন । সত্যযুগে তো স্থাপন করা হয় না! ওখানে তো পবিত্র দুনিয়া আগে থেকেই আছে । কল্পের সঙ্গমযুগে কুম্ভ মেলা হতো। সেই কুম্ভ মেলা ১২ বছর পরে পরে আবার হয়ে থাকে । কিন্তু এই কুম্ভ মেলা তো পাঁচ হাজার বছর পরে পরে হয়ে থাকে । এ হলআত্মা আর পরমাত্মার মিলন মেলা । এই সময় পরমপিতা পরমাত্মা এসে সমস্ত আত্মাদের পবিত্র করে নিয়ে যান । কল্পের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হবার জন্য মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেছে । এখন তো তোমরা সব বুঝতে পারছো । তোমাদের যে ম্যাগাজিন বের হয় তার লেখা পড়ে তোমরা বুঝতে পারো যা আর কেউ বোঝে না। বাবা বলছেন যে, বলে দাও যা কিছু হয়েছে তা নতুন কিছু নয়, এই হলো পাঁচ হাজার বছর আগের উদাহরণ । পাঁচ হাজার বছর আগে যা হয়েছিল তাই আবার করে হচ্ছে । কেউ যদি বুঝতে চায় তাহলে তাকে এখানে এসে বুঝতে হবে । এই রকম ভাবনা চিন্তা করতে হবে । খবরের কাগজে কি ছাপানো হবে! তোমরা এভাবে লিখতে পারো--এই মহাভারতের যুদ্ধ কেমন করে পবিত্র দুনিয়ার দ্বার খুলতে সাহায্য করে । এই সব বোঝার কথা, পুর্ব কল্পের উদাহরণ। এই মহাভারতের যুদ্ধ হওয়ার পর সত্যযুগের স্থাপনা স্থাপনা কেমন করে হয়েছিল । এসব বোঝো । দেবী দেবতাদের রাজধানী স্থাপন করা হচ্ছে, গড ফাদারের কাছ থেকে জন্ম সিদ্ধ অধিকার নিতে হবে ।এই রকম চিন্তা ভাবনার বিচার সাগরের মন্থন করতে হবে । যারা কাহিনী ইত্যাদি রচনা করে, যারা অভিনয় করে, সবই নাট্য রূপে গথিত আছে । ব্যাসদেবও নাটকের পরিকল্পনা অনুযায়ী শাস্ত্র ইত্যাদি রচনা করেছেন। এই রকম পার্ট পেয়েছেন । এখন তোমরা ড্রামা বুঝতে পেরেছো, এই ড্রামাই আবার পুনর্বার হবে । তোমরা এখন এসেছো আবার নতুন করে জ্ঞান শুনছো ।তোমরা জানো যে, আবার লক্ষী-নারায়ণের রাজ্য তৈরি হবে । বাকি সব ধর্ম সমাপ্ত হয়ে যাবে ।এখন তো তুমি জ্ঞান অর্জন করেছো । বাবা তোমাদের নিজের মতো জ্ঞানে পরিপূর্ণ হচ্ছো।. তোমরা জানো যে এখন অর্ধ কল্প অবধি শান্তি পূর্ণ থাকবে ।কোনো প্রকারের অশান্তি শুরু হবে না ।ওখানে বাচ্চারা বা অন্য কেউ কাঁদে না, সর্বদাই হাসিমুখে থাকে । এখানেও তোমাকে কাঁদতে হবে না । গানও আছে--মা গত হলে হালুয়া খাও..... যে কাঁদে, সে হারায় । পদও ভ্রষ্ট হয়ে যায় । তোমরা তো পতিরও পতি পেয়েছ, যিনি স্বর্গের বাদশাহী দিয়ে থাকেন । ওনার তো মৃত্যু নেই, তাহলে তো কাঁদার কি দরকার, যিনি ক্রন্দন-প্রুফ হবে, সেই বাদশাহী প্রাপ্ত করে। বাদবাকি সব প্রজা হয়ে যাবে । বাবাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে, আমরা এই অবস্থায় কি হবো? বাবা সেটা বলে দেবেন । অন্তিম কালে বাচ্চারা সব সাক্ষাৎ করবে । যেমন স্কুলে সব কিছু শেখা যায়, রুদ্র মালা কেমন করে তৈরি হয় - - - - সেটা অন্তিমে তোমরা জানবে । অন্তিমের সময় খুব পুরুষার্থ করা হয় কেননা ভয় হয় যদি অমুক বিষয়ে উত্তীর্ণ না হতে পারি । তোমরা ও সব জানতে পারবে । অনেকে বলে যে

আমাদের সন্তানদের প্রতি খুব মোহ আছে । এই মোহ দূর করতে হবে । মোহ তো থাকবে একটাতে। বাকি সব ট্রাস্টি হয়ে সামলাতে হবে । বলা হয় যে - - - - এই সব কিছু বাবা দিয়েছেন তাই ট্রাস্টি হয়ে থাকো । মমত্ব বার করে দাও । বাবা নিজে এসে বলছেন যে এর(সংসার) থেকে মমত্ব বার করে দাও । ভাবো যে এই সব কিছু বাবার, ওনার মত অনুযায়ী চলো। ওঁনার কার্যক্রমে লেগে পড়ো । অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দান করতে থাকো । বাবার মনে কুমারীদের জন্য অনেক দয়া ও শ্রদ্ধা । কেননা কুমারীরা কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত(ফ্রি) থাকে । কুমাররা লৌকিক বাবার থেকে বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত করার আশায় থাকে । কুমারীরা লৌকিক বাবার থেকে বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত করে না । এখানে তো বাবার কাছে পুরুষ আর নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই । বাবা আত্মাদের এই সব বোঝান । তোমরা তো জানো যে, আমরা সবাই ভাই ভাই, বাবার থেকে বর্সা (অধিকার) নিচ্ছো । আত্মা পড়াশোনা করে । বাবার থেকে বর্সা (অধিকার) নেয় । যত বেশি বর্সা(অধিকার) নেবে তত বেশি উঁচু পদ লাভ করবে । বাবা এসে সব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন। শিববাবা তো নিরাকার, তাঁর পূজা করা হয় । সোমনাথ মন্দির বানানো হয়েছে । তোমরা তো এখন জেনে গেছো, শিববাবা এসে কি কি করেছেন! ওনার স্মৃতিতে মন্দির কেন বানানো হয়েছে তা তোমরা জেনে গেছো ।সব বুঝতে পেরেছো । কল্প কল্প ধরে এমনই হয়ে চলবে । ড্রামাতে এই সব গথিত আছে, তাই পুনরাবৃত্ত হচ্ছে । বাবাকে আসতেই হবে ।পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে । কোনো আফসোস করে কিছু হবে না । এটা তো রক্তাক্ত কান্ড, বিপদজনক খেলা । বিনা কারণেই সবাই মারা যাবে । নাহলে এমন হবে যে কেউ কাউকে খুন করবে আর তার ফাঁসির সাজা হবে । এইবার কাকে ছেড়ে কাকে ধরবে । এই রকম ভাবেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসবে আর বিনাশও হবে । অমরলোক, মৃত্যুলোক এর অর্থও কেউ জানে না । তোমরা জানো যে তোমরা আজ মৃত্যুলোকে আছো, কাল অমরলোকে থাকবে, এই জন্যই তোমরা পড়েছো । মনুষ্যগণ তো ঘোর অন্ধকারে আছে ।তোমরা যখন জ্ঞান-অমৃত পান করাও তখন তোমাদের হ্যাঁ তে হ্যাঁ মিলিয়ে দেয়, কিন্তু আবার নিদ্রিত হয়ে যায় ।যদিও তারা জানছে যে বেহদের বাবা বর্সা (অধিকার) দিচ্ছেন। এইটা সেই মহাভারতের যুদ্ধ যার দ্বারা স্বর্গের দ্বার খুলে যায় । খুব ভালো ভালো জ্ঞানের কথা লেখা হয় কিন্তু এই জ্ঞান কেউ দিতে পারে না । আমরা তো এটাই মেনে নিয়ে চলতে থাকি, ব্যাস । নিজেরা তো কিছু জ্ঞান অর্জন করে না, নিদ্রিত থাকে, এদেরকে বলা হয় কুম্ভকর্ণ । তোমরা তো বলতে পারো, লিখেও দিতে পারো কিন্তু এমন যেন না হয় যে ঘরে গিয়ে আবার শুয়ে পড়লো । কুম্ভকর্ণের চিত্রের সামনে নিয়ে যেতে হবে, বলতে হবে যে এনার মতো নিদ্রিত থেকো না। বোঝাবার জন্য খুব যুক্তি পূর্ণ বুদ্ধি চাই । বাবা বলছেন যে, বাচ্চারা তোমরা নিজেদের কর্মস্থলে, দোকানে প্রধান প্রধান চিত্র লাগিয়ে রাখো, যখনই কেউ আসবে ওই চিত্রের বিষয় বোঝাও । এইসব ধারণার আদান- প্রদান(সৌদা) করো । এই হলো আসল খাঁটি সৌদা ।এর দ্বারা তোমরা অনেকের কল্যাণ করতে সক্ষম হবে । এতে লজ্জাজনক কোনো ব্যাপার নেই । কেউ জিজ্ঞেস করে বী. কে হয়েছো । তখন বোলো যে, আরে, তোমরাও তো প্রজাপিতা ব্রহ্মার কুমার- কুমারী । বাবা নতুন সৃষ্টি রচনা করছেন । পুরোনো দুনিয়ায় অগ্নি সংযোগ হচ্ছে । তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত বী. কে না হবে ততক্ষন পর্যন্ত স্বর্গে যেতে পারবে না । এই ভাবেই কর্মস্থলে ও দোকানে সেবা কাজ করতে থাকলে কত ভালো বেহদের সেবা কাজ হতে থাকবে । নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো, দোকান যদি ছোট হয় তাহলে দেওয়ালে চিত্র লাগাতে পারো । চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম । তাই প্রথমে তাদের কল্যাণ করতে হবে । বাবা বলছেন যে এখন কোনো দেহধারীকে স্মরণ কোরো না । শিববাবাকে স্মরণ করো, যাঁর থেকে

তোমরা বর্সা (অধিকার) লাভ করতে পারবে । মানুষ তো বেচারা বিভ্রান্ত হয়ে আছে । তাদের বলো-- "দেব রাজ্যের সার্বভৌমত্ব" (deity world sovereignty) পেতে হলে নর থেকে নারায়ণ হতে হবে, তাই হও এখানে এসে । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত ।রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারনার জন্য মুখ্য সার :-

১) একমাত্র বাবার সাথেই শুদ্ধ ও সত্যকারের মোহ রাখবে, তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। দেহধারীদের থেকে মমত্ব সরিয়ে নিতে হবে । ট্রাস্টি হয়ে সব সামলাতে হবে ।

২) বিকর্মাজীত হতে হবে । সেই জন্য কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো বিকর্ম যেন না হয়, এই ব্যাপারে খুব সচেতন হতে হবে ।

বরদান :- স্নেহ আর শক্তি রূপের ভারসাম্য (balance) বজায় রেখে সেবাকারী সফলতামুরত ভবঃ (হও) ।

যেমন সর্বদা এক চোখে বাবার স্নেহ আর অন্য চোখে বাবার থেকে প্রাপ্ত কর্তব্য বা সেবা স্মৃতিতে থাকে, এমনই স্নেহী মুরত হওয়ার সাথে সাথে এখন শক্তিরূপও হও । স্নেহের সাথে সাথে শব্দগুলোর মধ্যে যেন এমন ধার থাকে যাতে অপরের হৃদয়ে তা তীরের মতো বেঁধে । যেমন মা তার সন্তানকে কোনো কিছু শেখানো সময় কড়া শব্দ ব্যবহার করলেও তা মনে আঘাত করে না, মায়ের স্নেহের কারণে তীক্ষ্ণ বা কটু বোধ হয় না । সেই রকমই জ্ঞানের যা কিছু সত্য কথা আছে তা স্পষ্ট করে বলো-- কিন্তু সেই শব্দগুলি স্নেহমিশ্রিত হলে সফলতা মুরত হয়ে যাবে ।

স্লোগান :- সর্ব শক্তিমান বাবাকে সাথী বানিয়ে নাও, তো অনুতাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।